বরাবর
বার্তা সম্পাদক
আপনার জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ/প্রচারের অনুরোধ জানাচ্ছি।
ধন্যবাদসহ

চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ - এর পক্ষে
লায়লা খন্দকার
পরিচালক, চাইল্ড রাইটস গভর্নেন্স এবং চাইল্ড প্রটেকশন
সেভ দ্য চিলড্রেন

শিশুর প্রতি ধর্ষণ ও সহিংসতায় চাইল্ড রাইটস্ অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ এর উদ্বেগ

প্রতিদিন গণমাধ্যম সূত্রে শিশুর প্রতি সহিংসতা আর ধর্ষণের খবরে আমরা আতংকিত আর স্তম্ভিত। সম্প্রতি ঢাকার বাড্ডায় মাত্র তিন বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার হয়ে খুন হয়, বগুড়ায় স্কুল ছাত্রী ধর্ষণ এবং নির্যাতনের ঘটনা মধ্যযুগের বর্বরতাকে ও হার মানায়। যে শিশুরা নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়, খেলাধুলায় বেড়ে উঠার কথা, তারা আজ মুখোমুখি হচ্ছে নানা সহিংসতার । প্রতিনিয়ত এই শিশুরা বীভৎস ও হিংসাত্মক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে এবং টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা দেখছি শিশু ধর্ষণ আর নির্যাতনের নানা নৃশংস ঘটনা যা আমাদের বাকরুদ্ধ করছে। সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ দ্বারা শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে। অনিরাপত্তা আর অনিশ্চয়তাই যেন এই শিশুদের জীবনের সাধারন ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। পারস্পরিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, পারিবারিক কলহ, কর্মস্থল পরিবর্তন, সম্পত্তি সংক্রান্ত কলহের কারনে ও শিশুরা প্রতিনিয়ত হত্যা, ধর্ষণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কোয়ালিশন এসব ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার (বিএমবিএস) তথ্য অনুযায়ী শুধু জুলাই মাসেই ৩২ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী এই বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ২৯৪ জন শিশু ধর্ষণ এবং ৪৬ জন শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এর মধ্যে ২৪ জন শিশু প্রতিবন্ধি। হিসাব মতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় দু'জন শিশু কোথাও না কোথও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এ পরিসংখ্যান থেকেই উপলব্ধি করা যায় শিশু ধর্ষণ কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ধর্ষণ ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার হওয়া ২২,৩৮৬ জন নারী ও শিশু দশটি সরকারি হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে চিকিৎসা নিয়েছে। একই সময়ে ৫০০৩টি মামলা রুজু করা হয়েছে; যার বিপরীতে ৮২০টি মামলার রায় হয়েছে এবং মাত্র ১০১ জন অপরাধী শাস্তি পেয়েছে। অর্থাৎ মাত্র ৩.৬৬% ঘটনার বিচার হয়েছে এবং তার মধ্যে ০.৪৫% অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরে শিশুদের উপর যে ধারাবাহিক সহিংসতা ও নির্যাতন চলছে তার অন্যতম কারণ হিসেবে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকেই দায়ী করা যায়। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিশুদের ব্যাপারে সংবেদনশীলতা তৈরির পাশাপাশি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শিশুর প্রতি সব ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ ও কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এসব ঘটনার সাথে জড়িত অপরাধীদের সনাক্ত এবং গ্রেপ্তার করে দল মতের উর্ধ্বে থেকে সকল ঘটনার দ্রুততার সাথে, সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানই কেবল শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে পারে। অন্যথায় এ সামাজিক অবক্ষয় কেবল শিশুদের জন্য নয়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সবার জন্য চরম দূর্দশা আর বিভীষিকা বয়ে আনবে।

কোয়ালিশন বিশ্বাস করে, শিশুর প্রতি সব ধরণের সহিংসতা বন্ধ, প্রতিরোধ, সুরক্ষা কেবল সরকারের বা কোনো একক গোষ্ঠির দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব সমাজের প্রতিটি ব্যাক্তির - এ বোধ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা আজ সময়ের দাবী। এই সামাজিক দায় থেকে প্রয়োজন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন। আমরা এই আন্দোলনের অংশীদার। আসুন সবাই মিলে এ আন্দোলনে শরিক হই।

চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ এর সদস্যরা হচ্ছে সেভ দ্য চিলড্রেন, এ্যকশন এইড বাংলাদেশ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স এ্যাসেমব্লি, এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো, জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, টেরে ডেস হোমস– নেদারল্যান্ডস, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।